# প্রকল্প সারসংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম ঃ **যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানীবাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত)।**

২। (ক) মন্ত্রণালয় ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(খ) সংস্থা ঃ **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)**

৩। **প্রকল্পের পটভূমি ঃ**

প্রকল্পটি জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী ও ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত। যমুনা নদীটি ব্রেইডেড ধরনের নদী। এর গতিপথ সবসময় পরিবর্তিত হয়। নদীর স্রোত বাম তীর ঘেষে প্রবাহিত হওয়ার কারণে প্রতি বৎসরে বাম তীরে তীব্র নদী ভাঙ্গন সংঘটিত হইতেছে। তবে নদীর গতি প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে এর তীর সংরক্ষণ কাজ খুবই জটিল। নদী ভাঙ্গনের জন্য এ এলাকার জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন ঝিল বাংলা চিনিকল ও যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, ভূঁঞাপুর-তারাকান্দি সড়কসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মূল্যবান সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি যেমন উপজেলা সদর অফিস, রেল ষ্টেশন, রেল লাইন, স্কুল/কলেজ, আবাসিক এলাকা, ইত্যাদি যমুনা নদীর ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত। তাছাড়া, ভাঙনের কারণে জামালপুর জেলার নদীর তীরবর্তী ব্যাপক এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দেয়। ফ্যাপ-২১ এর সম্ভাব্যতা সুপারিশ মোতাবেক যমুনার তীরবর্তী কুলকান্দি এবং গুঠাইল নামকস্থানে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে পরীক্ষামূলকভাবে দু'টি হার্ডপয়েন্ট নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম পরবর্তীতে না থাকায় ভাঙন প্রতিরোধে উল্লেখ করার মত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২০০৫ সালে আইডব্লিউএম কর্তৃক ৫৮ কিঃমিঃ যমুনা নদীর অংশ নিয়ে মডেল স্টাডি সম্পন্ন হয় এবং মডেল স্টাডিতে বিভিন্ন এলাকায় ৫টি স্থানে নদীতীর সংরক্ষণের সুপারিশ করে। আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত মডেল স্টাডির সুপারিশের আলোকে ৫টি স্থানে নদীতীর সংরক্ষণের নিমিত্ত ১৬২২৩.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে ১৮/০৯/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং তৎকালীন ভাঙনের তীব্রতা বিবেচনায় গুঠাইল, হারগিলা ও কদমতলী নামক স্থানে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলার প্রায় ১১৭৬০ হেক্টর এলাকার কৃষি, আবাসিক ও বানিজ্যিক জমি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৩০৭০ কোটি টাকার সম্পদ নদী ভাঙ্গনের ঝুকিমুক্ত হবে এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে।

৫। প্রকল্প এলাকা ঃ

| বিভাগ | জেলা | উপজেলা |
|---|---|---|
| ঢাকা | জামালপুর | **দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ী** |

৬। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

| ডিপিপি | অনুমোদনের তারিখ | জিওবি (লক্ষ টাকা) | পিএ (লক্ষ টাকা) | মোট |
|---|---|---|---|---|
| মূল | - | ৩৬৫৯৬.০৩ | - | ৩৬৫৯৬.০৩ |
| সংশোধিত | - | ৪১৭০০.৭০ | - | ৪১৭০০.৭০ |

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ

| ডিপিপি | আরম্ভ | সমাপ্তি |
|---|---|---|
| মূল | এপ্রিল, ২০১০ | জুন, ২০১৩ |
| সংশোধিত | এপ্রিল, ২০১০ | জুন, ২০১৪ |

৮। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ ঃ

(ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত)

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুযায়ী | | | ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রধান অঙ্গসমূহ | পরিমান | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | আর্থিক (লক্ষ টাকায়) | বাস্তব | শতকরা (%) |
| ১। | দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদঘাট থেকে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ | ৭.৫০ কিঃমিঃ | ১৭৪৭৬.৬৪ | ৬৭১৪.৬৬ | ৭.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক) | ৩৯.০০ |
| ২। | সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা বাজার এলাকায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ | ২.২৫ কিঃমিঃ | ৫০৬১.৫৬ | ৪০১৭.০০ | ২.২৫ কিঃমিঃ (আংশিক) | ৮৩.০০ |
| ৩। | ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা থেকে হাড়গিলা পর্যন্ত যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ | ৬.১০ কিঃমিঃ | ১৯১৩৩.৯৪ | ২৩৫৯.৫৪ | ৩.০০ কিঃমিঃ (আংশিক) | ১৫.০০ |
| ৪। | অন্যান্য | | ২৮.৫৭ | ১০৭.০৩ | | |
| | **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি** | | **৪১৭০০.৭১** | **১৩১৯৮.২৩** | | **৪৯.০০** |

৯। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ওয়ারী বরাদ্দ ও প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) ঃ

| অর্থ বছর | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | প্রাপ্ত বরাদ্দ |
|---|---|---|
| ২০০৯-২০১০ | ৯৮.৭৮ | ১০০.০০ |
| ২০১০-২০১১ | ২২৯৯.৫৭ | ২৪০০.০০ |
| ২০১১-২০১২ | ১৮৩২৪.০২ | ৩৩০০.০০ |
| ২০১২-২০১৩ | ১৫০০৪.৪৯ | ৫৫০০.০০ |
| ২০১৩-২০১৪ | ৫৯৭৩.৮৫ | ৪০০০.০০ |
| **মোট** | ৪১৭০০.৭১ | **১৫৩০০.০০** |

১০। বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছরওয়ারী বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত হয়।

১১। সম্ভাব্য সমাধান ঃ

অনুমোদিত ডিপিপি'র বরাদ্দ বিভাজন অনুযায়ী বছর ওয়ারী এডিপি বরাদ্দ প্রয়োজন।

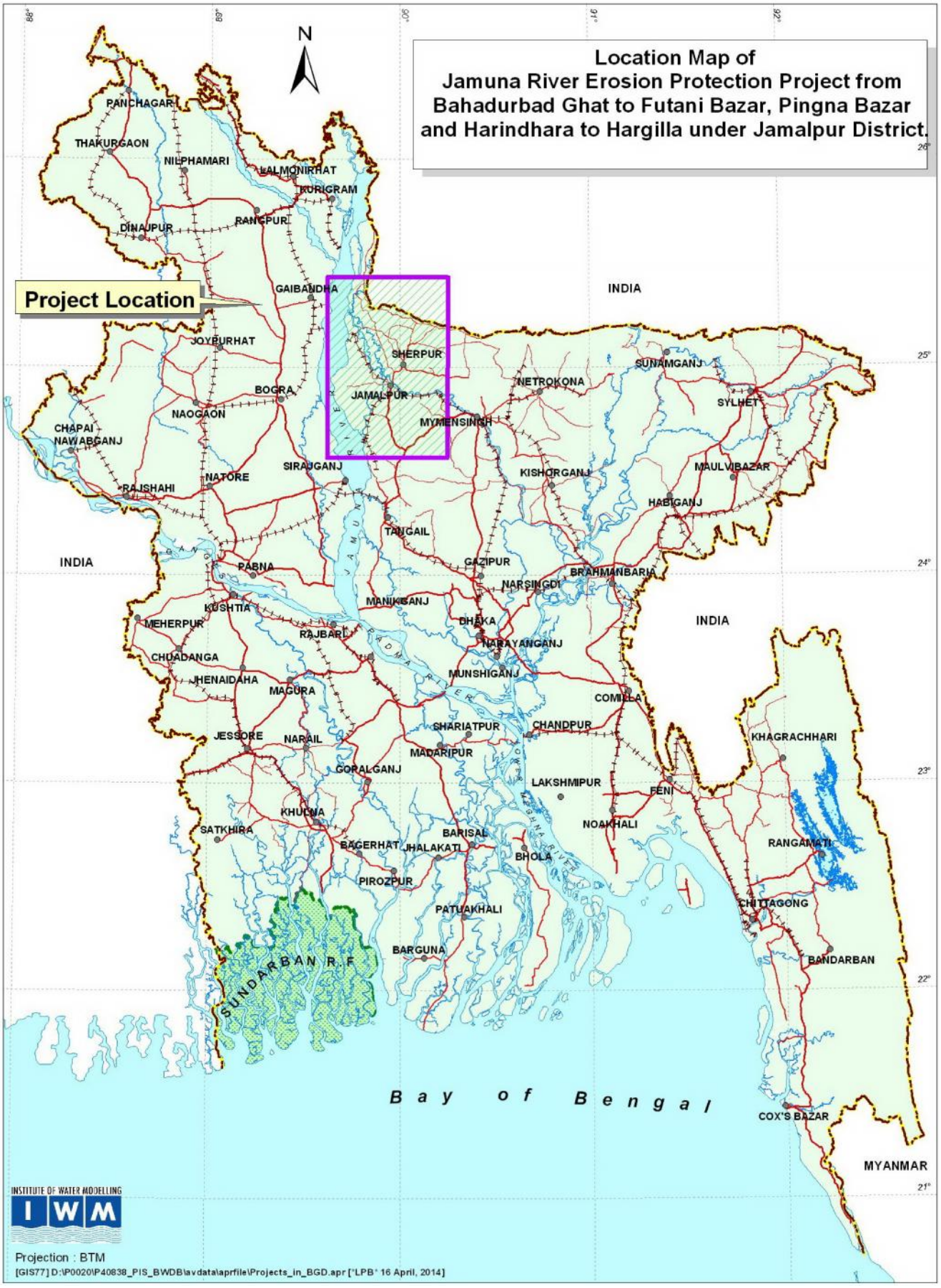


১২. যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার তীর সংরক্ষণ

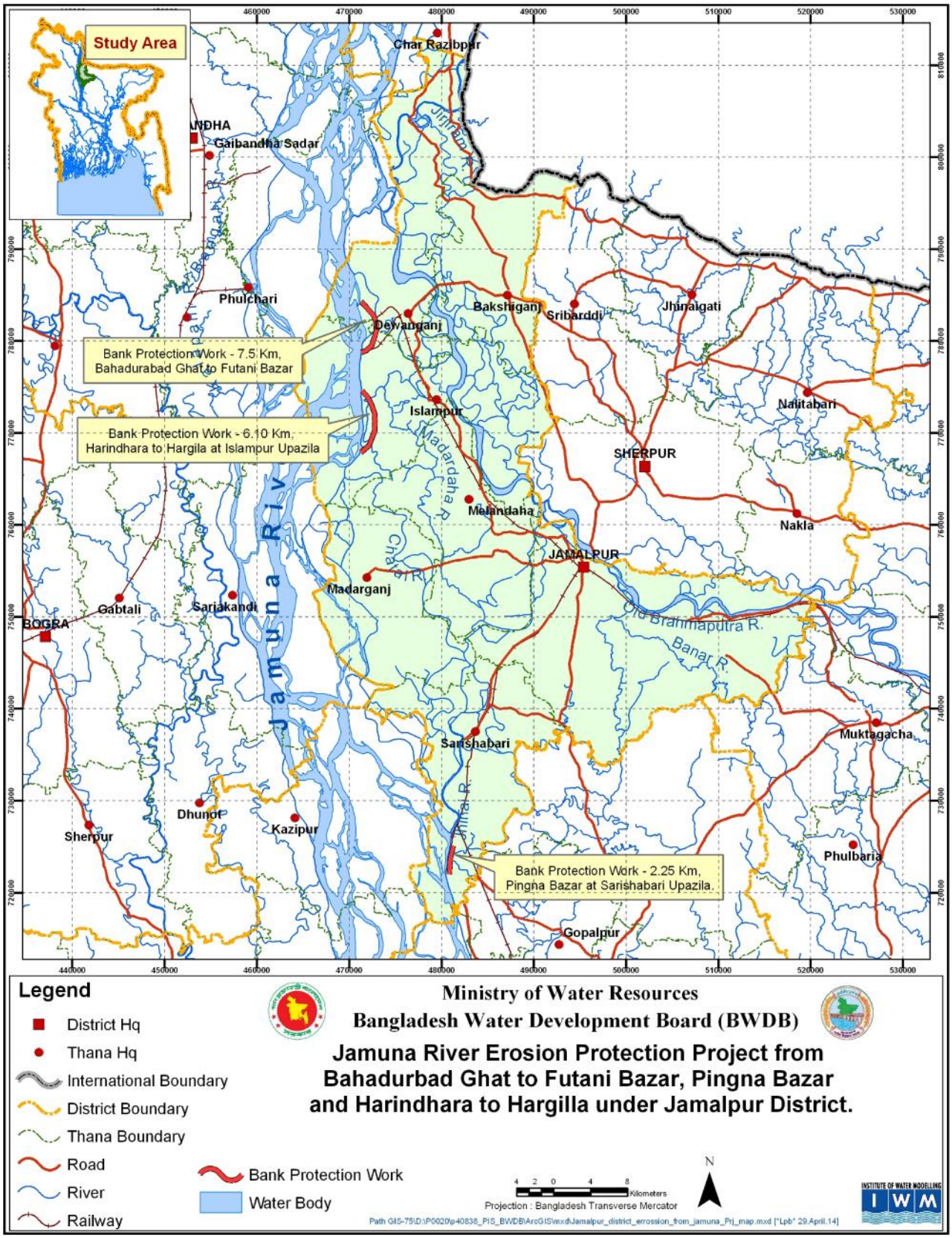


১২. যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার তীর সংরক্ষণ